166657 - শারীরকি প্রতবিন্ধী করার মাধ্যমে আল্লাহ্ যার পরীক্ষা নচ্ছিনে তার জন্য উপদশে ও দকিনর্দিশেনা এবং প্রতবিন্ধী ব্যক্তি বসে নামায পড়লে কি অর্ধকে সওয়াব পাবে?

প্রশ্ন

আমি আপনাদরে ওয়বেসাইট থকেে উপকৃত হয়ছে। জাযাকুমুল্লাহু খাইরা (আল্লাহ্ আপনাদরেকে উত্তম প্রতদিান দনি)। আমি শুনছে যি, মক্কা বা মদনিাতে কবেল খারাপ চন্তিা করলইে বান্দার আমলনামাতে গুনাহ লখো হয়। এ কারণে সালাফগণ (পূর্বসুরগিণ) এ দুই স্থানে দীর্ঘ সময় অবস্থান করতনে না। এটা কি ঠকি? আশা করব আপনারা এ বষিয়ে আমাকে সর্বোচ্চ পরমিাণ তথ্য সরবরাহ করবনে। আসলে আমি একজন প্রতবিন্ধী নারী। অনকে সময়ই আমার মনে খারাপ চন্তিা আস। যমেন— আমি মনে মনে বলি যি, নশ্চিয় আল্লাহ্ আমাকে ভালবাসনে না; তাই আমাকে প্রতবিন্ধী বানয়িছেনে। আমি বসে বসে নামায পড়ার কারণে কবেল অর্ধকে সওয়াব পাব। এ ব্যাপারে আপনাদরে অভমিত কী? আমার মত যার অবস্থা তার ক্ষত্রেে ইসলাম কী বল? প্রতবিন্ধী নারীদরেকে বয়িে করার ক্ষত্রেে আমরা মুসলমিদরেকে কভিাবে উদ্বুদ্ধ করতে পারি? অধকিাংশ মুসলমি প্রতবিন্ধীদরে প্রতি নতেবিাচক দৃষ্টতিে তাকায় কনে? আমি মদনিাতে থাকতে চাই। কন্তিু এ চন্তিা ও কল্পনাগুলো আমার গুনাহ হসিবেে লখোর ব্যাপারে আমি ভীতসন্ত্রস্ত।

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

এক:

ঈমানরে স্তম্ভগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো— তাকদীররে প্রতি ঈমান। কোন মুসলমিরে ঈমান ততক্ষণ পর্যন্ত পরপিূর্ণ হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে জানবে যি, সে যাতে আক্রান্ত হয়ছেে সটো তাকে ভুল করে যাওয়ার ছলি না। আর যাতে সে আক্রান্ত হয়নি সটোতে সে আক্রান্ত হওয়ার ছলি না। আল্লাহ্ তাআলা কোন মুমনিরে তাকদীরে যে বপিদ-মুসবিত রখেছেনে সগেুলোর ক্ষত্রেে ধর্যৈ ধারণ করা ছাড়া তার সাধ্যে আর কছিু নইে। ধর্যৈ ধরা তার পূর্ণাঙ্গ ঈমানরে আলামত। যে ব্যক্তি ধর্যৈ ধারণ করে কয়িামতরে দনি আল্লাহ্ তাকে বহেসিাব পুরস্কার দবিনে।

আপনার মনে এ চন্তিা আসা অনুচতি য, আল্লাহ্ আপনার তাকদীরে যা রখেছেনে সটো নরিটে অকল্যাণ। কনেনা আল্লাহ্র কর্মে নরিটে অকল্যাণ নইে। বান্দার উপর আল্লাহ্ যা তাকদীর করনে (নর্িধারণ করনে) এ ক্ষত্রেে আল্লাহ্র প্রজ্ঞাপূর্ণ গূঢ় রহস্য রয়ছে। আপনি যে অবস্থার মধ্যে আছনে হতে পারে এর মধ্যে প্রভুত কল্যাণ রয়ছে; যা আপনি জাননে না।

আল্লাহ্ তাআলা বলনে: "এমনও হতে পারে যে, তোমরা একটা জনিসি অপছন্দ করছ অথচ আল্লাহ্ তার মধ্যে অনকে কল্যাণ রখেছেনে।"[সূরা নসিা, আয়াত: ১৯] আবু হুরায়রা (রাঃ) থকেে বর্ণতি আছে যে, তনিি বলনে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: "আল্লাহ্ যার কল্যাণ চান তাকে বপিদগ্রস্ত করনে।"[সহহি বুখারী (৫৬৪৫)] বপিদগ্রস্ত করনে: অর্থাৎ বপিদরে মাধ্যমে পরীক্ষা করনে যাতে করে এই বপিদরে বনিমিয়ে তাকে সওয়াব দতিে পারনে।

এই প্রতবিন্ধত্বরে মাধ্যমে আল্লাহ্ আপনাকে পরীক্ষা করার অর্থ এ নয় যে, আল্লাহ্ আপনাকে ভালবাসনে না। বরং হতে পারে এর বপিরীতটাই ঠকি। আনাস (রাঃ) থকেে বর্ণতি আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: "নশ্চিয় বপিদ যত বড় প্রতদিান তত বড়। নশ্চিয় আল্লাহ্ কোন কওমকে ভালবাসলে তাদরেকে পরীক্ষা করনে। অতএব, যে সন্তুষ্ট হয় তার জন্য রয়ছেে সন্তুষ্টি। আর যে অসন্তুষ্ট হয় তার জন্য রয়ছেে অসন্তুষ্টি।"[সুনানে তরিমযিি (২৩৯৬), তরিমযিি হাদসিটকিে 'হাসান' বলছেনে; সুনানে ইবনে মাজাহ (৪০৩১)]

ধর্যৈশীল সওয়াবপ্রত্যাশী বপিদগ্রস্ত ব্যক্তি সর্বাধকি বড় উপকার যটো পাবে সটো হল তার রবরে সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাত করা যে, তার কোন গুনাহ নইে। আবু হুরায়রা (রাঃ) থকেে বর্ণতি আছে যে, তনিি বলনে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: "মুমনি নর ও নারীর নজিরে জান, সন্তান ও সম্পদরে উপর বপিদ আসতইে থাকে; এক পর্যায়ে সে এমন অবস্থায় আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাত করে যে, তার কোন গুনাহ নইে।"[সুনানে তরিমযিি (২৩৯৯), তরিমযিি হাদসিটকিে 'সহহি' বলছেনে]

এ কারণে ধর্যৈশীল সওয়াবপ্রত্যাশী বপিদগ্রস্ত মানুষরো কয়িামতরে দনি মহান মর্যাদার অধকিারী হবনে। এমনকি দুনয়িাতে যারা সুস্থ ছলি তারা কামনা করবে যদি তারাও তাদরে মত হত। জাবরে (রাঃ) থকেে বর্ণতি আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: "কয়িামতরে দনি পরীক্ষার শকিার লোকদরেকে যখন পুরস্কার দয়ো হবে তখন সুস্থ লোকরো কামনা করবে যদি দুনয়িাতে তাদরে চামড়াগুলো কাঁচি দয়িে কাটা হত।"[সুনানে তরিমযিি (২৪০২), আলবানী 'সহহিুত তরিমযিি' গ্রন্থে হাদসিটকিে 'হাসান' বলছেনে।

আশা করি বশ্বিস্ত মুসলমানদরে একটি দল শারীরকিভাবে প্রতবিন্ধী মুসলমি বোনদরে বয়িে দয়োর উদ্যোগ গ্রহণ করবনে। যহেতেু এ ধরণরে মহান আমলরে জন্য; ইনশা আল্লাহ্ মহা পুরস্কার রয়ছেে।

যে মুসলমিকে আল্লাহ্ তাআলা শারীরকিভাবে সুস্থ রখেছেনে তার জন্য শারীরকি প্রতবিন্ধীদরে দকিে তাচ্ছল্যিরে দৃষ্টতিে তাকানো অনুচতি। বরং তার উচতি এ জন্য আল্লাহ্র প্রশংসা করা যে, আল্লাহ্ অন্যকে যে পরীক্ষার মুখোমুখি করছেনে তাকে সটো থকেে সুস্থ রখেছেনে। তবে এ দোয়াটি তাকে শুনয়িে তাকে কষ্ট দয়ো অনুচতি। সুস্থতার কৃতজ্ঞতা হচ্ছে পরীক্ষাগ্রস্ত ব্যক্তরি জন্য সাধ্যানুযায়ী সবোযত্ম ও কদর পশে করা। 71236 নং প্রশ্নোত্তরটি দখোও আপনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। সে প্রশ্নোত্তরটতিে পরীক্ষার ক্ষত্রেে একজন মুমনিরে অবস্থান তুলে ধরা হয়ছেে।

দুই:

বসে নামায পড়ার কারণে আপনি অর্ধকে সওয়াব পাওয়ার যে ধারণা করছেন সেটি সঠিক নয়। বরং আপনি পরিপূর্ণ সওয়াব পাবেন, ইনশা আল্লাহ্। অর্ধকে সওয়াব পাবে ঐ ব্যক্তি যে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নামায পড়ার সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও বসে বসে নফল নামায আদায় করে। পক্ষান্তরে, কোন রোগের ওজরের কারণে কোন মুসল্লি বসে নামায পড়লে সে পরিপূর্ণ সওয়াব পাবে।

ইমাম নববী বলেন:

গোটা উম্মাহ একমত, যে ব্যক্তি অক্ষতাবশতঃ ফরয নামাযে দাঁড়াতে না পেরে বসে নামায পড়ে তাকে পুনরায় নামায আদায় করতে হবে না। আমাদের মাযহাবের আলেমগণ বলেছেন: তার দাঁড়ানো অবস্থার নামাযের থেকে সওয়াবের কোন কমতি করা হবে না। কেননা সে ব্যক্তি ওজরগ্রস্ত। সহিহ বুখারীতে সাব্যস্ত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "যদি কোন বান্দা রোগে আক্রান্ত হয় কিংবা সফরে থাকে তাহলে সুস্থ ও মুকীম অবস্থায় সে আমলগুলো করত তার জন্য সে আমলগুলো লেখা হবে।"[আল-মাজমু (৪/৩১০)]

আরও দেখুন: 50180 নং, 50684 , প্রশ্নোত্তর।

তিনি:

আর আপনি আপনার প্রশ্নে উদ্ধৃত গুনাহ নিয়ে যে দুশ্চিন্তার মধ্যে আছেন সে ব্যাপারে ইতিপূর্বে 171726 নং প্রশ্নোত্তরে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।